তারিখ 20 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ছাত্রলীগের অবরোধে চবি অচল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাত্রলীগের অবরোধের কারণে গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। দুর্গাপূজার বন্ধ শেষে গতকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কোন বিভাগে ক্লাস

অচল : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

অচল : চবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। তবে আইন, সাংবাদিকতা, রসায়ন ও আরবি বিভাগের পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগসহ অধিকাংশ বিভাগে পরীক্ষা হয়নি। শাটল ট্রেনগুলো দেরিতে ক্যাম্পাসে পৌঁছলেও তাতে শিক্ষার্থী ছিল না। জানা যায়, জিআরপি পুলিশ বিশেষ পাহারায় শাটল ট্রেনের ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারীকে তাদের বাসভবন থেকে রেলস্টেশনে নিয়ে আসে এবং ট্রেন চলাচল শেষে আবার বাসায় পৌঁছে দেয়।

ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অবরোধের সমর্থনে সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন রেলস্টেশনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাওয়ার জন্য প্রভাতফেরি করে। সকাল ৮টায় বটতলী রেলস্টেশনের অদূরে কদমতলী থেকে ট্রেন চলাচলে বাধা দেয়ার অভিযোগে জিআরপি পুলিশ নাজমুল হাসান ইমন নামে এক ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করে। তবে তাকে সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গ্রেফতার দেখানো হয়নি। জিআরপি পুলিশ জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ছাত্রলীগের অবরোধের কারণে গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ফাঁকা ছিল। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। অবরোধ সফল করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ শহরের বিভিন্ন রেলস্টেশনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর গেটেও ছাত্রসমাবেশ করে। ছাত্রলীগ অভিযোগ করে অবরোধ চলাকালে ১ নম্বর গেটে হাটহাজারী থানা পুলিশ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেত্রীর গায়ে হাত দেয় এবং তাদের ধাক্কা মারে। চবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাহবুব এলাহী ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে অবরোধ সফল করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর মোঃ আবদুল হাকিম যুগান্তরকে জানান, অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের সঙ্গে শিগগিরই প্রশাসন বৈঠকে বসবে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ বলেছে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার অবরোধ চলবে।